যুগান্তর
তারিখ 21 SEP 2008
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত

তাবারক উল্যাহ কায়েস, *কুমিল্লা থেকে*

যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পদে চাকরি প্রার্থী তিনিই আবার ওই নিয়োগ বোর্ডের বিশেষজ্ঞ সদস্য, অর্থাৎ নিজের ইন্টারভিউ নিজেই নেবেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সহকারী অধ্যাপক পদের ইন্টারভিউ নেবেন প্রভাষক। এছাড়া সহকারী অধ্যাপক পদের ইন্টারভিউ বোর্ডের বিশেষজ্ঞ সদস্য করা হয়েছে সহকারী অধ্যাপককেই। যাদের নিয়োগ দেয়া

চূড়ান্ত : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৫

চূড়ান্ত : কুমিল্লা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হবে, তাদের মধ্যে অর্ধেক প্রার্থীই অবৈধভাবে নিয়োগ পেয়ে আগে থেকেই শিক্ষকতা করছেন। বাকি প্রার্থীও ঠিকঠাক। এখন শুধু লোক দেখানো ইন্টারভিউ নেয়া হচ্ছে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটছে এ ঘটনা। আগামী সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বিভাগে ৯ জন সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নেয়া হবে। অবৈধভাবে এ শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া স্থগিত করার জন্য ইতিমধ্যে বাছাই বোর্ডের (নিয়োগের জন্য কমিটি) ৪ জন সদস্য সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. এম জুলফিকার আলীকে পৃথক পত্র দিয়েছেন। এসব পত্রে বলা হয়, শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া অবৈধভাবে করা হয়েছে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রচার করা হয়নি। পত্রে বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরে অতিবিলম্বে বৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। পত্রদাতারা হলেন— গণিত বিভাগ অনুষদের ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য ও লোকপ্রশাসন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. আফরোজা বেগম, ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহকারী অধ্যাপক এমএম শরীফুল করীম ও মার্কেটিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন সরকার। শেষের দু'জন জানিয়েছেন, তাদের বিভাগে সহকারী অধ্যাপক নেয়া হবে। সহকারী অধ্যাপক হয়ে সহকারী অধ্যাপকের ইন্টারভিউ নেয়া তাদের জন্য বিব্রতকর। বাছাই কমিটির দ্বিতীয় সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষও এ প্রক্রিয়াকে অবৈধ আখ্যায়িত করে উপাচার্যকে (অতিরিক্ত দায়িত্ব) পত্র দিয়েছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা (অপসারিত উপাচার্য) জনবল নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১২ মার্চ পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রকাশিত সব নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং জনবল নিয়োগ স্থগিত করে দেয়। এরপর ওই নিষেধাজ্ঞা আংশিক প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি। অপসারিত উপাচার্য ড. মাওলার আমলে ২ ফেব্রুয়ারি প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থীদের ইন্টারভিউ কার্ড দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ৫ জন প্রভাষককে অবৈধ প্রক্রিয়ায় সহকারী অধ্যাপকের বিপরীতে গত বছরের মে মাসে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। তাদের মধ্যে ১ জন ইতিমধ্যে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। বাকি ৪ জনকে বর্তমানে স্থায়ী করা হচ্ছে। এছাড়া আরও ৫ জন শিক্ষক (সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক) নিয়োগ করা হচ্ছে। এই ৫ জন প্রার্থীও গোপনে ঠিক করা আছে বলে ক্যাম্পাসের নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়। এদিকে যে ৪ জন প্রভাষক পদে স্থায়ীভাবে নিশ্চিত চাকরি পাচ্ছেন, তাদের মধ্যে মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। পদাধিকার বলে বাছাই বোর্ডের সদস্য হিসেবে তাকে পত্র দেয়া হয়েছে, তবে সাধারণ সদস্য নয়, পত্রে 'বিশেষজ্ঞ সদস্য' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একই ধরনের পত্র দেয়া হয়েছে অর্থনীতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান মোসাদ্দেক হোসেনকে। তিনি একজন প্রভাষক। অথচ ওই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে শিক্ষক নেয়া হবে। এ ব্যাপারে গতকাল কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. জুলফিকার আলীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।